দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC 12 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

এক কোটি ছাত্রছাত্রী বিপাকে

এমনি নানা সমস্যায় দেশের শিক্ষাজীবন এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলছে। তার ওপর যোগ হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই প্রকাশে গড়িমসি ও টানাপোড়েন। গত শুক্রবার জনকণ্ঠে প্রধান সংবাদে এইমর্মে এক বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। 'পৌনে এক কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে' এই শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– "হীন ব্যবসায়িক টানাপোড়েনে মাধ্যমিক স্তরের পৌনে এক কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে। পুরনো বিপুল পরিমাণ বই অবিক্রীত থাকার অজুহাতে স্বার্থান্বেষী একশ্রেণীর প্রকাশক এখন পরিবর্তিত এবং সংশোধিত নতুন বই প্রকাশে গড়িমসি করছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের আর মাত্র ২০ দিন বাকি, অথচ, ষড়যন্ত্রকারী প্রকাশকরা ছাপার জন্য নির্ধারিত কাগজই এখনও পর্যন্ত মিল থেকে উত্তোলন করেনি। ফলে মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইয়ের সব কটিতেই পরিবর্তন, সংশোধন এবং পরিমার্জনের ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে পৌছানোর সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে। এতে দেশের কোমলমতি প্রায় এক কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন এক জটিল সঙ্কটের মুখে পড়বে।

প্রতি বছরের এই সময়ে প্রকাশকরা দলবদ্ধ হয়ে এইরকম কাণ্ড ঘটায় এবং এর ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগের শিকার হয় এই বিশালসংখ্যক ছাত্রছাত্রী। জনকণ্ঠসহ দেশের মূলধারার অধিকাংশ পত্রপত্রিকা এ-ব্যাপারে অনেক সংবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য ছেপেছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। নতুন বই প্রকাশে বাধা দিতে কোন কোন প্রকাশক বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি পর্যন্ত দিচ্ছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বোধ করি একথা চিন্তাও করা যায় না।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাব উল্লেখযোগ্য। টেক্সট বুক বোর্ডের একটি সূত্রের মতে, ১০১টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তাদের কাছে দেয়া ৪৫টি বইয়ের মুদ্রণে কেবল দেরিই করছে না, সে সঙ্গে অপর গ্রুপটির প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে। সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে আলোচিত গ্রুপটি টেক্সট বুক কর্তৃপক্ষকে উকিল নোটিস পাঠিয়েছে, হুমকি দিয়েছে মামলার। দুর্ভাগ্যক্রমে এই হুমকি বাস্তবায়িত হলে সাময়িকভাবে হলেও যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পরিবর্তিত ও সংশোধিত ৬০টি বই পৌছবে না। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় পৌনে এক কোটি ছাত্রছাত্রীকে ভুলে ভরা পুরনো বইয়ের ওপরই নির্ভর করতে হবে। জানা গেছে, আগের বছরের পুরনো বইয়ের বিশাল স্টক অবিক্রীত থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রকাশকরা নাকি এই গড়িমসি করছে। এখানেও মুনাফার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে খবরে প্রকাশ, মুদ্রণ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম এ ব্যাপারে বোর্ডের সিদ্ধান্তহীনতাকে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোষারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁরা যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বই পৌছে দিতে ইচ্ছুক। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা কিভাবে সম্ভব, তা তিনি বলেননি। এ ব্যাপারে তিনি সরকার ও শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীদের বই পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

এ-ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য এই যে, টেক্সটবুক বোর্ড, প্রকাশক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা যে কোন কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, তার জন্য প্রায় এক কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত হতে পারে না। সরকার, বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের জরুরী আবেদন, এ ব্যাপারে অতিদ্রুত শক্ত হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই পরিস্থিতির যথার্থ সমাধান করা হোক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমন একটি সেফগার্ডের ব্যবস্থা করুক, যাতে করে প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের এই দুর্যোগের মুখোমুখি না হতে হয়। প্রশাসন শক্ত হলেই এসব গড়িমসির ভাব কেটে গিয়ে সেখানে একটি শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই পরিকল্পনামাফিক সঙ্কট আর বরদাশত করা যায়না।